# মহাত্মা গান্ধী ও নোবেল শান্তি পুরস্কার

সুপ্রিয় মুন্সী

আলফ্রেড্ নোবল্ যখন মানুষের উপকারে ভালো কাজের জন্যে বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কারের ব্যাবস্থা করেন তখন তার মধ্যে 'শান্তি'কেও অন্তর্ভূক্ত করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯০১ সাল থেকে তাঁর নামে পরিচিত নোবেল পুরস্কার দিয়ে আসা হচ্ছে এবং শান্তি ও সৌভাতৃত্বের ক্ষেত্রে অনেক প্রখ্যাত মানুষ ও সংস্থা নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেছেন, যার মধ্যে মা টেরিজাও আছেন, যাঁকে ১৯৮০ সালে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তি-দূত, যাঁকে 'Statesman of Peace' বলে অভিহিত করা হয়েছে - মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, যাঁকে সারা পৃথিবী মহাত্মা বলে স্বীকার করে নিয়েছে, যাঁর দর্শনের অন্যতম দিক ছিল শান্তি, কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ছিল সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং যাঁর কার্যের দ্বারা পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল ও অনেকে আজও পাচ্ছেন, তাঁকেই এই পরস্কার দেওয়া হয়নি!

কেন গান্ধীজীকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হল না এই বিষয়ে পর্যালোচনা আগেই হওয়া উচিত ছিল, হয়ত অন্যত্র হয়েছে, যা নানা কারণে আমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছে। গান্ধীজী কি তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের মানুষ বলে এটি পাননি, নাকি একটি বিশেষ ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন সংঘটিত করছিলেন বলে এটি তাঁকে দেওয়া হয়নি? পুরানো দিনের তালিকায় চোখ বোলালে আমারা নিশ্চয়ই দেখতে পাবো যে শুরুর দিকে নোবেল পুরস্কার কমিটীর মূল বিচার ক্ষেত্র ছিল ইউরোপ ও আমেরিকা এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই - তৃতীয় বিশ্বের প্রথম মানুষ যিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যে এই পুরস্কার লাভ করেন। ইউরোপ - আমেরিকার বাইরে শান্তির জন্যে প্রথম পুরস্কার পান আর্জেন্টিনার বিদেশ মন্ত্রী কার্লোস এস্ লামাস্ (Carlos S. Lamas)। ১৯৩৬ সালে এবং তাঁর পরে এল্বার্ট্ সোয়াইৎসার পান ১৯৪৪ সালে আফ্রিকায় তাঁর কাজের জন্যে। মজার কথা হল এল্বার্ট্ সোয়াইৎসারকে 'আফ্রিকার গান্ধী' বলা হয়, যেমন ডঃ মার্টিন লুথার কিং, জুনিয়র, 'আমেরিকার গান্ধী' বলে পরিচিত। মহাত্মা গান্ধীর দুই অনুসরণকারীকে স্বীকৃতি দেওয়া হল, অথচ তাঁকে দেওয়া গেল না! তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে সময়ে মহাত্মাজীকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা যেত সেই সময়ে নরওয়েযীও পুরস্কার কমিটীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সত্যিই সঙ্কীর্ণ!

অবশ্য আরউইন্ অ্যাব্রাম্স্, যিনি নোবেল শান্তি পুরস্কারের ইতিহাস ও তার প্রাপকদের সম্বন্ধে লিখেছেন, জানিয়েছেন যে ১৯৩৭ সালে পুরস্কার কমিটীর তালিকায় শান্তির ক্ষেত্রে কাজের জন্যে গান্ধীজীর নাম বিবেচিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালেও তাঁর নাম তালিকাভুক্ত হয়েছিল কারণ অংশত তাঁর অহিংস আন্দোলনের জন্যে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছিল যা পরাধীন অনেক দেশকে স্বাধিনতা লাভে এক নতুন দিশার সন্ধান দিয়েছিল বা উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু শেষ অব্দি দেওয়া হল না কেন? অ্যাব্রাম্স্ লিখছেন যে স্বাধীনতার পরে পরেই ভারত-পাকিস্থান এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং যখন নোবেল পুরস্কার কমিটী তাঁদের মত স্থির করবেন তখনই এক বিভ্রান্তি দেখা দেয় যে গান্ধীজী পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ভারতের সামরিক অভিযান সমর্থন করেছিলেন কিনা। গান্ধীজীর এই বিষয়ে সঠিক অবস্থান কি ছিল সেই বিষয়ে যতক্ষণ না নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে ততদিন কমিটী তাঁদের সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছিলেন। নোবেল কমিটীর এই সাময়িক দ্বিধা গান্ধীজীকে সঠিকভাবে না বোঝার ভুলের ফল কিনা জানিনা, যেটি ঘটল তা হল গান্ধীজীকে জীবিত অবস্থায় এই পুরস্কার আর দেওয়া গেল না! কারণ ১৯৪৮ সালের শুরুতেই, ৩০শে জনুয়ারী মহাত্মাজী নিহত হলেন। অ্যাব্রাম্স্ লিখছেন যে এরকম প্রমাণ রয়েছে যে নোবেল পুরস্কার কমিটী গান্ধীজীকে ১৯৪৮ সালের জন্যে মরণোত্তর শান্তি পুরস্কার প্রদান করার বিষয়ে বিবেচনা করেছিলেন, যদিও যুগ্মভাবে সুইডেনের রাজপুত্র বার্ণাডোটের সঙ্গে, কারণ

তিনিও শান্তির জন্যেই জীবন দান করেছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে সুইডিস্ একাদেমীকে প্রশ্ন করায় তাঁরা খুব একটা উৎসাহব্যাঞ্জক উত্তর দিলেন না। প্রসঙ্গতঃ নরওয়ের সঙ্গে সুইডিস্ একাদেমীও শান্তি-বিষয়ে নোবেল পুরস্কার প্রাপককে নির্বাচিত করে। ফলে নরওয়ে কমিটী ঘোষণা করলেন যে ১৯৪৮ সালে কাউকেই নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া গেল না কারণ উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব!

মজার কথা হল পরলোকগত সম্মিলিত জাতিসংঘের মহাসচিব ড্যাগ হ্যামারশিল্ড্‌কে কিন্তু মরণোত্তর শান্তি পুরস্কারটি দেওয়া হল। অ্যাব্রাম্‌স্ লিখছেন যে ১৯৪৮ সালে গান্ধীজীকে মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে কমিটী ইতস্ততঃ করলেন, কিন্তু এই সময়ে আর কোন দ্বিধা রইল না! মহাত্মাজী কি আবার সঙ্কীর্ণতার স্বীকার হলেন?

জগৎজোড়া এই যে সম্মানের তালিকা তার মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর নাম রইল না বা বাদ গেলো তার জন্যে নোবেল পুরস্কার কমিটীর কি কোন আক্ষেপ আছে? ১৯৮৯ সালে বর্তমান দালাই লামাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করতে গিয়ে কমিটীর সভাপতি শ্রী ইকিল্ আভিক্ বললেন যে অনেকেই প্রায়শই বিস্ময় প্রকাশ করেন এই ভেবে যে মহাত্মা গান্ধীকে কেন নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হল না এবং বর্তমান কমিটীও বিস্মিত, যদিও তাঁরা মনে করেন দালাই লামাকে এই পুরস্কার প্রদান মাহাত্মা গান্ধীর প্রতিই শ্রদ্ধা জ্ঞাপণ - কারণ দালাই লামাও জনগণের মুক্তির আন্দোলনে যতদূর সম্ভব হিংসাকে দূরে রেখেছিলেন। দালাই লামাও পুরস্কার গ্রহণ করে বললেন যে এটি তাঁর গুরু, শিক্ষাদাতা মহাত্মা গান্ধীর প্রতিই শ্রদ্ধার্ঘ্য যিনি তাঁর মত অনেককেই অনুপ্রাণিত করেছেন।

নোবেল শান্তি পুরস্কারের শতবার্ষিকীও পালিত হয়েছে। পুরস্কার প্রদান কমিটী কিন্তু তাঁদের পুরানো ভুলকে শুধরে নিয়ে নিজেদের গৌরবান্বিত করলেন না। গান্ধীজীকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারও দেওয়া যেত। তিনি অবশ্য এ সবের অনেক ঊর্দ্ধে ছিলেন।